UG. CC-8 ক্লাস নোটস, তথ্যের জন্য। Class- G.G

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৪- ১৯৫০

উপন্যাস

- *পথের পাঁচালি* (১৯২৯)
- *অপরাজিত* (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৩২)
- *দৃষ্টিপ্রদীপ* (১৯৩৫)
- *আরণ্যক* (১৯৩৯)
- *আদর্শ হিন্দু হোটেল* (১৯৪০)
- *বিপিনের সংসার* (১৯৪১)
- *দুই বাড়ি* (১৯৪১)
- *অনুবর্তন* (১৯৪২)
- *দেবযান* (১৯৪৪)
- *কেদার রাজা* (১৯৪৫)
- *অথৈজল* (১৯৪৭)
- *ইছামতি* (১৯৫০)
- *অশনি সংকেত* (অসমাপ্ত, বঙ্গাব্দ ১৩৬৬)
- *দম্পতি* (১৯৫২)

গল্প-সংকলন

- *মেঘমল্লার* (১৯৩১)[৩]
- *মৌরীফুল* (১৯৩২)
- *যাত্রাবাদল* (১৯৩৪)
- *জন্ম ও মৃত্যু* (১৯৩৭)[৩]
- *কিন্নর দল* (১৯৩৮)
- *বেণীগির ফুলবাড়ি* (১৯৪১)
- *নবাগত* (১৯৪৪)
- *তালনবমী* (১৯৪৪)
- *উপলখন্ড* (১৯৪৫)
- *বিধুমাস্টার* (১৯৪৫)
- *ক্ষণভঙ্গুর* (১৯৪৫)
- *অসাধারণ* (১৯৪৬)
- *মুখোশ ও মুখশ্রী* (১৯৪৭)
- *আচার্য কৃপালিনী কলোনি* (১৯৪৮; ১৯৫৯ সালে 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' নামে প্রকাশিত)[৩]
- *জ্যোতিরিঙ্গণ* (১৯৪৯)
- *কুশল- পাহাড়ী* (১৯৫০)
- *রূপ হলুদ* (১৯৫৭,মৃত্যুর পর প্রকাশিত)
- *অনুসন্ধান* (১৯৬০,বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, মৃত্যুর পর প্রকাশিত)[৩]
- *ছায়াছবি* (১৯৬০,বঙ্গাব্দ ১৩৬৬, মৃত্যুর পর প্রকাশিত)[৩]
- *সুলোচনা* (১৯৬৩)

কিশোরপাঠ্য

- *চাঁদের পাহাড়* (১৯৩৮)
- *আইভ্যানহো* (সংক্ষেপানুবাদ, ১৯৩৮)
- *মরণের ডঙ্কা বাজে* (১৯৪০)
- *মিসমিদের কবচ* (১৯৪২)
- *হীরা মাণিক জ্বলে* (১৯৪৬)
- *সুন্দরবনের সাত বৎসর* (ভুবনমোহন রায়ের সহযোগিতায়, ১৯৫২)

ভ্রমণকাহিনি ও দিনলিপি

- *অভিযাত্রিক* (১৯৪০)
- *স্মৃতির রেখা* (১৯৪১)
- *তৃণাঙ্কুর* (১৯৪৩)
- *ঊর্মিমুখর* (১৯৪৪)
- *বনে পাহাড়ে* (১৯৪৫)
- *উৎকর্ণ* (১৯৪৬)
- *হে অরণ্য কথা কও* (১৯৪৮)

অন্যান্য

- *বিচিত্র জগত* (১৯৩
- *টমাস বাটার আত্ম*
- *আমার লেখা* (বঙ্গা
- *প্রবন্ধাবলী*
- *পত্রাবলী*
- *দিনের পরে দিন*[৪]

সাহিত্যকর্ম

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) *প্রবাসী* পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় *উপেক্ষিতা* নামক গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। ভাগলপুরে কাজ করার সময় ১৯২৫ সালে তিনি পথের পাঁচালী রচনা শুরু করেন। এই বই লেখার কাজ শেষ হয় ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে। এটি বিভূতিভূষণের প্রথম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা। এর মাধ্যমে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর '*অপরাজিত*' রচনা করেন যা পথের পাঁচালীরই পরবর্তী অংশ। উভয় উপন্যাসেই তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালী উপন্যাসের কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপদানের মাধ্যমে তার চলচ্চিত্র জীবনের সূচনা করেছিলেন। এই সিনেমাটির নামও ছিল পথের পাঁচালী (চলচ্চিত্র)। এই চলচ্চিত্রটি দেশী-বিদেশী প্রচুর পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছিল। এরপর অপরাজিত এবং অশনি সংকেত

উপন্যাস দুটি নিয়েও সত্যজিৎ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। এর সবগুলোই বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। পথের পাঁচালী উপন্যাসটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এবং ইংরেজি ও ফরাসি সহ বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পগ্রন্থ হল: মেঘমল্লার, মৌরীফুল, যাত্রাবদল। তার লেখা চাঁদের পাহাড় একটি অনবদ্য এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী, যার পটভূমি আফ্রিকা। চাঁদের পাহাড় কিশোর উপন্যাসটিকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

পুরস্কার ও সম্মাননা

- রবীন্দ্র পুরস্কার - ১৯৫১ (মরণোত্তর), ইছামতী উপন্যাসের জন্য।
- পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার (লেখকের জন্মস্থান) পারমাদান বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের নাম লেখকের সম্মানার্থে রাখা হয়েছে "বিভূতিভূষণ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য"।